দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL 1 3 1999

পৃঃ ৭ কলাম ৬

## তদন্ত কমিটির রিপোর্ট □ মাঠচিত্র

# ছাত্র নেই, ঘর নেই □ শুধু অনুদানের লোভেই মাদ্রাসা

॥ রাশেদ আহমেদ ॥

দেশের অধিকাংশ স্থানেই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এবং অনুদাননির্ভর অপ্রয়োজনীয় মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। মাদ্রাসার নাম করে এসব স্থানে নামধারী শিক্ষকরা মাসে মাসে সরকারি অনুদান নিচ্ছে। অথচ ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারে কোন অবদানই রাখছে না। অনেক স্থানে মাদ্রাসার অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভুয়া ও অস্তিত্বহীন মাদ্রাসা চিহ্নিত করার জন্যে ১৯৯৫ সালে গঠিত তদন্ত রিপোর্টে একথা উল্লেখ করা হয়। রিপোর্টে বলা হয়, অনেক থানায় দেখা গেছে স্কুল কলেজের চেয়ে মাদ্রাসার সংখ্যা অনেক বেশি অথচ ঐসব মাদ্রাসায় সব মিলিয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৫ থেকে ৩০, যা একটি স্কুলের একটি শ্রেণী কক্ষের ছাত্রসংখ্যা থেকে কম।

পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া থানার মাদ্রাসা সম্পর্কে তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়,

মাদ্রাসা ঃ পৃঃ ১১ কঃ ২

রাজাপুরের আকৃয়া সোনারগাঁও হাছানিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা এটি। শিক্ষক ১২ জন কর্মচারী ১ জন সরকারি অনুদান পেত। হাজিরা খাতায় ২৫৩২ জন ছাত্রী দেখানো হলেও একজনও হাজির পাওয়া যায়নি।

## মাদ্রাসা ঃ ছাত্র নেই

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

সেখানে ২টি কলেজ ও ২৯টি মাধ্যমিক স্কুল থাকলেও মাদ্রাসা আছে ৪৫টি। প্রতি ৭ দশমিক ৮৯ বর্গ কিলোমিটারে ১টি করে মাদ্রাসা হলেও ৩ বছরের গড় হিসেব নিয়ে দেখা গেছে বছরে মাদ্রাসা প্রতি ১২ জন ছাত্রছাত্রী দাখিল পরীক্ষা দিয়েছে এবং গড়ে ৫ জন করে পাস করেছে।

বরিশাল অঞ্চলের মাদ্রাসার সার্বিক করুণ অবস্থার তুলনায় এই পরিস্থিতি মোটামুটি আশাব্যঞ্জক বলে তদন্তে উল্লেখ করা হয়।

এ থানার নাগ্রাভাঙ্গা দাখিল মাদ্রাসাটি ছোট ছোট গাছগাছড়া সমৃদ্ধ জংলী পরিবেশে অবস্থিত। ১৩ জন শিক্ষক ও ১ জন কর্মচারী থাকলেও মাদ্রাসায় ক্লাস নেয়া হয় না বললেই চলে। পরীক্ষার আগে বাইরে থেকে পরীক্ষার্থী ধার করে এনে পরীক্ষা দেওয়ানো হয় সরকারি অনুদান অব্যাহত রাখার জন্যে। প্রতিষ্ঠানটিকে ব্যবসায়িক-অনুদাননির্ভর ও কাগজে-কলমে পরিচালিত এবং অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করে স্বীকৃতি প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়।

মধ্য বড় শৌলা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসায় একটি কাঁচা টিনের চালা ও আরেকটি কাঁচা গোলপাতার ছাউনিতে অবস্থিত। শিক্ষকসংখ্যা ১৩ জন, ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ১ জন। ১৯৯৫ সালে মাত্র ৫ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়েও কেউ পাস

এই ঘরে দীর্ঘদিন কোন প্রাণীর পদচারণার চিহ্ন পাওয়া যায়নি একই থানার পাটট বড়ইয়া 'মা' ফাতেমা মহিলা দাখিল মাদ্রাসাটি ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং '৮৭ সালে স্বীকৃতি পেলেও এ পর্যন্ত একজন ছাত্রছাত্রীও পরীক্ষা দেয়নি। ছাত্রী, শিক্ষক, কমিটি, ঘর কিছুই নেই। বর্তমানে মাদ্রাসাটি অস্তিত্বহীন।

রাজাপুর থানার উত্তর তারাবুনিয়া ছিদ্দিকিয়া দাখিল মাদ্রাসায় ১৩ জন শিক্ষক ও ১ জন কর্মচারী সরকারি অনুদান গ্রহণ করেন অথচ পরিদর্শনকালে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরে খবর দিয়ে ৬ জনকে ডেকে আনা হয়। রেকর্ডের খাতায় ২৮৪ জন ছাত্র-ছাত্রী দেখানো হয়েছে। পরিদর্শনের দিন একজনকেও পাওয়া যায়নি। মাদ্রাসাটির ২টি ঘর আছে। একটি করোগেট টিনের ছাউনি, দ্বিতীয়টি খানিকটা গোলপাতার ছাউনি। এই ঘরের দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তরদিকের বেশির ভাগে বেড়া, সিলিং, দরজা, জানালা নেই। ঘরের বারান্দার নিচে থেকে টানা লাগানো হয়েছে।

সাতুরিয়া রহমতিয়া মাদ্রাসাটির ঘর গোলপাতার ছাউনি। দরজা, বেড়া ও জানালা কিছুই নেই। ১২ জন শিক্ষক-কর্মচারী এই মাদ্রাসায় রয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা রেকর্ডে ২৭৯ জন দেখানো হলেও উপস্থিত পাওয়া যায় ৪২ জন। মাদ্রাসাটি ভুয়া না হলেও ঘরের অবস্থা নাজুক। আসবাবপত্র অপ্রতুল।

পূর্ব কানুদাসকাঠি দাখিল মাদ্রাসাটি একটি টিনের ঘরে অবস্থিত। ১১ জন শিক্ষক। ছাত্রসংখ্যা রেকর্ডে ৩১৭ জন দেখানো হলেও উপস্থিত পাওয়া যায় ৪০ জন। মাদ্রাসাটির স্বীকৃতি বাতিলের সুপারিশ করা হয়েছে।

…বে।
…কোচ কাউন্টারের জন্য আগামী ১৮/
…হইতে নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করিয়া
…রে জমা প্রদান করিতে হইবে। উ
…ত বরাদ্দ দেওয়া হইবে।
…র্যন্ত সাদা কাগজে লিখিত আবেদনপ
…র্ডার/ব্যাংক ড্রাফটসহ মাননীয় মে
… ইংরেজি তারিখের মধ্যে জমা প্র
…ট শাখা হইতে অফিস চলাকালীন স